বিশ্বজুড়ে ব্রাজিল ক্রেজ

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান প্রথমবারের মতো ব্রাজিলে যান ১৯৮২ সালে। রাষ্ট্রীয় সফরে ব্রাজিলে পা রেখে তার মন্তব্য ছিল 'বলিভিয়াতে আসতে পারাটা চমৎকার।' ব্রাজিলিয়ানরা রিগ্যানের এই ভুলকে অবশ্য খেলাচ্ছলে নিয়েছিল। পরদিন পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'কানাডার প্রেসিডেন্টকে বলিভিয়াবাসীর স্বাগতম।'

পশ্চিমা বিশ্বে ব্রাজিল সে সময় তীব্র ইমেজ সংকটে ভুগছে। ফুটবল, কফি কিংবা সাম্বার স্বল্প পরিচিত ইমেজ ছিল বটে। কিন্তু রিওর বস্তি, সাও পাওলের আবর্জনা আর দারিদ্র্য মিলিয়ে আটপৌরে মলীন জীবনের পরিচিতিই ছিল মুখ্য। তাই রিগ্যান ব্রাজিলকে মুখ ফসকে বলিভিয়া বললেও ব্যাপারটি হাসিঠাট্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট বুশ যদি এই ভুল করেন, কি ঘটবে ভাবা যায়? গন্ডমূর্খ রাষ্ট্রনায়কের তকমা তো গায়ে লাগবেই, দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হওয়াটাও হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে। ব্রাজিল এখন পশ্চিমের অন্যতম ক্রেজ। ব্যাপারটা খুলে বলা যাক।

রবার্তো ডালট্রা রিও ডি জেনিরোর ট্রাভেল এজেন্ট। পর্যটক আনা-নেয়ার কাজ করছেন ৩০ বছরেরও বেশি। এ বছরের গোড়াতে ফ্রান্সে আসেন পর্যটকের সন্ধানে। এসেই বিপদে পড়েন। ফরাসি ভাষাটা আয়ত্তে না থাকায় ইংরেজি কিংবা পর্তুগিজে কাজ চলছিল না। দু'দিন ঘুরেও কোনো ফরাসি ট্রাভেল এজেন্সিকে ব্রাজিলের প্যাকেজের ব্যাপারটা এজেন্টদের ইংরেজিতেই বললেন, 'দেখুন, আমি ফ্রেঞ্চ জানি না। এসেছি ব্রাজিল থেকে।' রবার্তো যেন ম্যাজিক দেখালেন। চারপাশে 'ব্রাসিল, ব্রাসিল' শোরগোল উঠলো।

পূর্ব-পশ্চিমে যে দিকেই যাওয়া যাক ব্রাজিল এখন সর্বত্র ম্যাজিক। রিগ্যানের কাল আর নেই। গত বছরগুলোতে পর্যটকের ঢল নেমেছে দেশটিতে। তারচেয়ে বেশি 'রপ্তানি' হচ্ছে

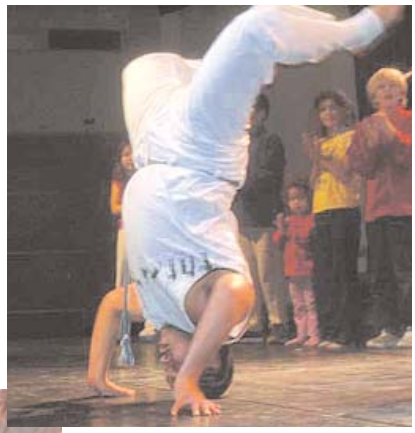

ক্যাপোইরা ড্যান্স কিংবা সুপার মডেল গিসেলি, ব্রাজিল এখন পুরো দুনিয়ার

ব্রাজিলের সংস্কৃতি। দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি কোনায় পৌঁছে গেছে এই সংস্কৃতি। 'ব্রাজিলিয়ান' শব্দটি ঠাঁই পেয়েছে অক্সফোর্ড ডিকশনারির পাতায়। প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য- সর্বত্রই 'ব্রাজিলিয়ান' সাজার এক অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতা। বিশ্বাস হচ্ছে না?

লন্ডনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর 'সেলফ্রিজেস' পুরো মে মাস কেবল ব্রাজিলের পণ্য বিক্রি করেছে। খাদ্য, মিউজিক কিংবা চিত্রকর্ম সবকিছুই ব্রাজিলের। এমনকি রিওর বিখ্যাত যিশু মূর্তির একটা রেপ্লিকাও তৈরি করেছিল তারা। লন্ডনেই এই সেপ্টেম্বরে ডিজাইন মিউজিয়ামে ব্রাজিলিয়ান আসবাবপত্রেরই প্রদর্শনী হয়ে গেলো। দুই ব্রাজিলিয়ান ডিজাইনার ফার্নান্দো আর হামবার্তো কামপানার ডিজাইনকৃত আসবাবে সাজানো হয়েছিল যাদুঘর। অনেক কিছুর মধ্যে রিওর বস্তির তক্তপোশের সাভেলা চেয়ারও ঠাঁই

পেয়েছিল প্রদর্শনীতে।

ফুটবল বা ফ্যাশন ছাড়াও বিদেশে ব্রাজিলের একটি চিত্তাকর্ষক ইমেজ তৈরি হয়েছে। নিউইয়র্কে দুই দফা জ্যাজ গ্র্যামির মনোনয়নপ্রাপ্ত লুসিয়ানা সুজার কনসার্ট, ম্যানহাটানের 'সুশি সাম্বা বারে কাইপিরিহানদের নৃত্য, লন্ডনের জ্যাজ ক্যাফে মাতিয়ে রাখা সাম্বা দেবী এলজা সোরেস, টরেন্টোতে ক্যাপোইরা নৃত্যের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিংবা মিলান থেকে টোকিও পর্যন্ত তামাটে মডেলদের ক্যাটওয়ার্ক-সবই ব্রাজিলের রপ্তানিকৃত সংস্কৃতি। 'ব্রাজিলিয়ান' হওয়াটা এসব দেশে এখন কেতাদুরস্ত হালফ্যাশন।

সংস্কৃতি রপ্তানির কাজটি একদিনে হয়নি। প্রথম প্রবাসী ব্রাজিলিয়ানদের কল্যাণে দেশটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সবার নজর কাড়ে। আমেরিকার নিউইয়র্ক এবং বোস্টন ভর্তি ব্রাজিলিয়ানে। অন্যদিকে প্রায় তিন লাখ জাপানি বংশোদ্ভূত ব্রাজিলিয়ান বাস করছে জাপানে। এশিয়ার ফ্যাশন হাউসগুলোতে ব্রাজিলিয়ান মডেলদের রয়েছে সদর্প পদচারণা। এরাই ছড়িয়ে দেয় নিজেদের সংস্কৃতি বিশ্বময়।

ফুটবল, ফ্যান, ফ্যাশন এবং সাম্বা ব্রাজিলের প্রধান রপ্তানি

ব্রাজিলিয়ানদের ছড়িয়ে দেয়া সংস্কৃতির বাহক স্থানীয়রাই। এমনটা আগে কখনো দেখা যায়নি। প্রতি আগস্টের শেষ শনিবার টোকিওর আশাগুকা এলাকায় বসে সাম্বা কার্নিভাল। মজার ব্যাপার হলো, স্বল্পবসনা জাপানি নারীরাই কার্নিভালের সাম্বা ড্যান্সার। ব্রাজিলিয়ান 'রোডিজিও বার্বিকিউ'র রেস্তোরাঁ 'ফোগো ডি চাও' ১৯৯৭ সালে চারটি শাখা খুলেছিল আমেরিকায়। প্রতিষ্ঠানটির মালিক অ্যারি জানান, তিনি এখন থেকে প্রতি বছর একটি করে শাখা খুলবেন। মোম-চর্চিত 'বিকিনি' ছাড়া ব্রাজিলিয়ান সংস্কৃতি অপূর্ণ থেকে যায়। তাই গত বছর আমেরিকা এবং ইউরোপের নারীরা ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার মূল্যের 'ব্রাজিলিয়ান বিকিনি' কিনেছেন।

ব্রাজিলের নেশাধরা গ্ল্যামারের পেছনে মূল কারণ কি? অনেকের ধারণা এটা যুগের হুজুগ। ১৯২২ সালে ফারাও সম্রাট তুতেন খামেনের কবর আবিষ্কৃত হবার পর মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিক মোটিফ আর কানের দুলে ভর্তি হয়ে যায় প্যারিস আর নিউইয়র্ক। '৯০-এর গোড়াতে এশিয়ার দেশগুলো অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করলে এশিয়ার মেন্যুতে ভরে যায় পশ্চিমের রেস্তোরাঁ। এই ধারায় সর্বশেষ সংযোজন ল্যাটিনো ব্রাজিল, এমনটা মনে করছেন অনেকে।

হুজুগটা বোঝা যায় ভিন্নভাবে। পূর্ব-পশ্চিমে যেসব ব্রাজিলিয়ানকে নিয়ে মাতামাতি চলছে, তাদের অনেকেই দেশে নাম কামাতে পারেননি প্রথম দিকে। বেবেল গিলবার্টো কিংবা লুসিয়ানা সুজার মতো অধুনা খ্যাতিমান ব্রাজিলিয়ান তারকাদের কেরিয়ার দেশের মাটিতে হয়নি। বিদেশ মাতিয়ে তারা হয়েছেন ব্রাজিলের আইকন।

মূলত ২০০০ সালে ব্রাজিল আবিষ্কারের ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীই ব্রাজিলকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্ববাসীর সঙ্গে। এর আগ পর্যন্ত ব্রাজিল ছিল একান্তই পেলে-রোনাল্ডো কিংবা নিদেনপক্ষে মডেল তারকা গিসেলের দেশ। কিন্তু এরপর ব্রাজিল যেন পুনঃআবিষ্কৃত হলো। সাও পাওলোতে এখন চোখ ধাঁধানো ফ্যাশন প্রদর্শনী বসে। সাম্বার উত্তুঙ্গ নৃত্যের নাচে মাতোয়ারা হয় জাপান। কোপাকাবানা বিচে আছড়ে পড়ে বক্ষবন্ধনীহীন প্রতীচ্য সুন্দরীদের ঢেউ। ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, কৃষকপুত্র লুইস ইনাকিও লুলা ডা সিলভা দেশের সংস্কৃতি রপ্তানিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড মিউজিক গ্র্যামি জেতা গিলবার্টো গিলকে করেছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী। গিল এখনো সুযোগ পেলে গিটারের তারে হাত বুলান। আর সেই সুরের যাদুতে মোহাবিষ্ট হয় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মন।